২৪শে নভেম্বর ২০২৪

পঞ্চাশত্তমার পর শেষ রবিবার

অনুধ্যান / Theme:- যীশু খ্রীষ্টের পূন্য স্বীকারোক্তি

যিশা ৪২:১-৪

গীত ৭২:১-৬

প্রকা ৫:১-১০

সুস (Gosp.) যোহন ১৮:৩৩-৩৭

মূল পদ: *"আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের, সে আমার রব শুনে।" যোহন ১৮: ৩৭*

পঞ্চাশত্তমার এই শেষ রবিবারে, আমরা খ্রীষ্ট প্রভুর অনুধ্যানের উপর ফোকাস করি, যীশু খ্রীষ্টের নিজের দ্বারা করা ভাল স্বীকারোক্তিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখছি। এটি আমাদের জন্য যীশুর সাক্ষ্যের তাৎপর্য এবং প্রভু হিসাবে তাঁর অপরিবর্তনীয় পরিচয় সনাক্ত করার একটি মুহূর্ত। যোহন ১৮:৩৭ -এ পীলাতের সামনে তাঁর বক্তব্য শক্তিশালী অনুস্মারক যে তিনি কেবল ঈশ্বরের পুত্র হিসেবেই আসেননি বরং সত্যের সাক্ষ্য বহনকারী রাজা হিসেবেও এসেছেন। আজ আমাদের প্রতিচ্ছবিতে, আসুন আমরা যীশুর স্বীকারোক্তির গভীরতা, তাঁর প্রভুত্ব এবং খ্রীষ্টকে আমাদের রাজা হিসাবে স্বীকার করার অর্থ কী তা বোঝার চেষ্টা করি।

১. খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের মনোনীত দাস - যিশাইয় ৪২:১-৪

যিশাইয় ৪২ আমাদেরকে "প্রভুর দাস" এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত এবং বহাল। ১-৪ পদে, আমরা মোশীর সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই, যিনি তাঁর কণ্ঠস্বর না তুলে বা বল প্রয়োগ না করেই জাতিদের কাছে ন্যায়বিচার আনবেন। যীশু এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন নির্বাচিত দাস হিসেবে যিনি নম্রতা, সমবেদনা এবং ধার্মিকতাকে মূর্ত করেন। পার্থিব রাজাদের বিপরীতে যারা আধিপত্য জাহির করে, খ্রিস্টের কর্তৃত্ব শান্তি, করুণা এবং অটল ন্যায়বিচার দ্বারা চিহ্নিত। ভাল স্বীকারোক্তি করার সময়, যীশু তাঁর ঐশ্বরিক আহ্বান এবং উদ্দেশ্যকে নিশ্চিত করেন। খ্রীষ্ট প্রভু হিসাবে তাঁর পরিচয় সমস্ত জাতির জন্য আলো হওয়ার জন্য তাঁর মিশনের মধ্যে নিহিত। যীশু দেখিয়েছেন যে সত্যিকারের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব কেমন দেখাচ্ছে বলপ্রয়োগ বা ভয় দ্বারা নয় বরং বলিদানের প্রেম এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে। এমন একজন নেতার কথা কল্পনা করুন যিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন না বরং অন্যদের ন্যায়বিচার, করুণা এবং নম্রতা খোঁজার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এটি খ্রীষ্টের নেতৃত্বের প্রতিফলন। আমাদেরকে তাঁর উদাহরণ এবং সাক্ষ্য অনুসরণ করার জন্য বলা হয়েছে, নিজের স্বার্থে ক্ষমতা চাওয়া নয় বরং তাঁর রাজ্যে দাস হিসাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য। আমরা খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে বিবেচনা করি, আমরা নম্র সেবার এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি, এই উপলব্ধি যে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব আধিপত্য নয়, নম্রতা এবং ধার্মিকতায় পাওয়া যায়।

২. খ্রীষ্ট, ধার্মিক রাজা - গীতসংহিতা ৭২:১-৬

গীতসংহিতা ৭২ একজন ধার্মিক রাজার একটি চিত্র উপস্থাপন করে যিনি ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করেন, দরিদ্রদের রক্ষা করেন, অভাবীকে উদ্ধার করেন এবং নিপীড়নের শক্তি ভেঙে দেন। এই রাজা দেশে সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন এবং সততা ও মমতার সাথে রাজত্ব করেন। শেষ পর্যন্ত, এই গীত যীশুকে নির্দেশ করে, যিনি ধার্মিক রাজার আদর্শকে পূর্ণ করেন। যীশুর রাজ্য হল এমন এক যেখানে ন্যায়বিচার নদীর মত প্রবাহিত হয়।

খ্রীষ্ট প্রভু হিসাবে, তিনি হতাশাগ্রস্তদের জন্য আশা নিয়ে আসেন, ভগ্নহৃদয়দের নিরাময় করেন এবং নিপীড়িতদের প্রতি করুণা করেন। পার্থিব রাজ্যগুলির বিপরীতে যেগুলি প্রায়শই ক্ষমতাবানদের সমর্থন করে, খ্রিস্টের রাজ্য প্রান্তিকদের উপরে তোলে এবং বহিষ্কৃতদের আলিঙ্গন করে। এমন একজন শাসকের কথা চিন্তা করুন যিনি তাদের সম্পদ উৎসর্গ করেন অভাবীদের গড়ে তোলার জন্য, দুর্বলদের উন্নতির সুযোগ তৈরি করেন। খ্রিস্টের শাসন এই উদারতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য উদ্বেগের দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর রাজ্য আশা এবং পুনর্নবীকরণের একটি জায়গা, যেখানে মানুষ মূল্যবান এবং নিঃশর্তভাবে ভালবাসে। যখন আমরা যীশুকে প্রভু বলি, তখন আমরা ঘোষণা করি যে তাঁর ন্যায়বিচার ও করুণার পথ হল সেই পথ যা আমরা অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর লোক হিসাবে, আমাদের এই একই মূল্যবোধগুলিকে সমুন্নত রাখার জন্য বলা হয়েছে, তাঁর নামে ন্যায়বিচার এবং করুণাকে সমর্থন করে।

৩. খ্রীষ্ট, যোগ্য মুক্তিদাতা - প্রকাশিত বাক্য ৫:১-১০

প্রকাশিত বাক্য ৫ এ, আমরা একটি স্বর্গীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হই যেখানে শুধুমাত্র যীশু, ঈশ্বরের মেষশাবক, পদটি খুলতে এবং ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা প্রকাশ করার যোগ্য পাওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদটি খ্রীষ্টকে সেই ব্যক্তি হিসাবে উচ্চতর করে যিনি পাপ এবং মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন, যিনি একাই মানবতাকে উদ্ধার করতে পারেন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন। এখানে, আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট প্রভু রাজা এবং মুক্তিদাতা উভয়ই, সমস্ত সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য। মেষশাবক হিসাবে যীশুর এই দর্শন যাকে হত্যা করা হয়েছিল তা তাঁর প্রভুত্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি জোর করে তার অবস্থান দখল করেননি; পরিবর্তে, তিনি আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর রক্তের দ্বারা, তিনি প্রতিটি গোত্র, ভাষা, মানুষ এবং জাতি থেকে লোকেদের উদ্ধার করেছেন, তাদের একটি "আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য এবং পুরোহিত" বানিয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)। এমন একজনের কথা ভাবুন যে অন্য ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য তাদের সবকিছু ত্যাগ করে। এই ধরনের ভালবাসা যীশু আমাদের দেখিয়েছেন. তিনি আমাদের যোগ্য মুক্তিদাতা, যিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন যাতে আমরা মুক্ত হতে পারি এবং ঈশ্বরের ভালবাসা এবং অনুগ্রহের পূর্ণতায় বেঁচে থাকতে পারি। যেহেতু আমরা খ্রীষ্টকে প্রভুকে আমাদের মুক্তিদাতা হিসাবে চিনতে পারি, আমাদের উপাসনায় সাড়া দেওয়ার জন্য বলা হয়, স্বীকার করে যে তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের নতুন করে তুলেছে। আমরা তাঁর রাজ্যের অংশ, তাঁর সেবা করার জন্য এবং পৃথিবীতে তাঁর ভালবাসাকে বেঁচে থাকার জন্য মুক্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪. খ্রীষ্ট, সত্যের সাক্ষী- যোহন ১৮:৩৩-৩৭

আমাদের সুস্মাচারে যীশু পীলাতের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি দেন: " আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের, সে আমার রব শুনে।" (যোহন ১৮:৩৭)। যীশু সাহসিকতার সাথে ঈশ্বরের সত্যের সাক্ষী হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিশ্চিত করেছেন, এমন একটি ভূমিকা। শেষ পর্যন্ত তাকে ক্রুশের দিকে নিয়ে যায়। তিনি তাঁর রাজত্ব ঘোষণা করেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য "এই জগতের নয়" (যোহন ১৮:৩৬)।

পীলাতের সামনে যীশুর স্বীকারোক্তি সত্যের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকারের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। যন্ত্রণা ও মৃত্যুর হুমকি সত্ত্বেও তিনি দমে যান না। খ্রীষ্ট প্রভু হিসাবে, তিনি একজন রাজনৈতিক শাসক বা সামরিক নেতা নন বরং একজন রাজা যিনি ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায়বিচার এবং মুক্তির সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এমন একজনকে বিবেচনা করুন যিনি এমনকি বিরোধিতার মুখেও তাদের বিশ্বাসে অটল থাকেন, সুবিধার চেয়ে সত্যকে বেছে নেন। যীশু, তাঁর স্বীকারোক্তিতে, বিশ্বাসে অবিচল থাকার অর্থ কী তা আমাদের দেখান। তিনি তার মিশনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, এমনকি যখন এটি তাকে সবকিছুর মূল্য দিতে হয়েছিল। যখন আমরা খ্রীষ্ট প্রভুকে সত্য-বাহক হিসাবে স্বীকার করি, তখন আমাদেরকে তাঁর সত্যের সাথে সারিবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য বলা হয়। এর অর্থ হল যা সঠিক তার পক্ষে দাঁড়ানো, এমনকি যখন এটি কঠিন, এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর ভালবাসা এবং অনুগ্রহের সাক্ষী হওয়া।

উপসংহার

আজ, আমরা যখন খ্রীষ্ট প্রভুকে উদযাপন করি, তখন আমরা গভীর সত্য এবং প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দিই যা যীশুকে মূর্ত করে। তিনি হলেন মনোনীত দাস, ধার্মিক রাজা, যোগ্য মুক্তিদাতা এবং ঈশ্বরের সত্যের সাক্ষী। তাঁর প্রভুত্ব আমাদেরকে নম্রতা, ন্যায়বিচার, প্রেম এবং সত্যে বসবাস করতে আহ্বান জানায়। যীশুকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করার মাধ্যমে, আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে, তাঁর নামে অন্যদের সেবা করার জন্য এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাগুলি পালন করার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। পঞ্চাশত্তমার পরে এই চূড়ান্ত রবিবারে, আসুন আমরা খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করি। আমরা যেন তাঁর সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারি, নম্রতা ও করুণার সাথে সেবা করতে পারি এবং তাঁর মুক্তির প্রেমের সুসংবাদ জানাতে পারি। আমরা যেমন খ্রীষ্টকে প্রভু ঘোষণা করি, আমাদের জীবন তাঁর রাজ্যকে প্রতিফলিত করুক, এই বিশ্বের নয় একটি রাজ্য যা প্রেম, ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে এই বিশ্বকে রূপান্তরিত করে।

প্রার্থনা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমরা আপনার পুত্র, যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজ, আমরা তাকে নির্বাচিত দাস, ধার্মিক রাজা, যোগ্য মুক্তিদাতা এবং আপনার সত্যের সাক্ষী হিসাবে স্বীকার করি। আমাদের সাহায্য করুন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, অন্যদের সেবা করতে। নম্রতার সাথে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে এবং তাঁর প্রেমের সাক্ষী হতে। তাঁর আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে

বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে শক্তিশালী করুন, যাতে আমাদের জীবন আপনার রাজ্যের সম্মান আনতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের নামে, আমাদের প্রভু, আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।